Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 21-06-2026 17:47 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

৬ আষাঢ় ।। ১৪৩৩।। রবিবার ২১ জুন ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩৭৮ সংখ্যা ।। ২ পাতা

ফিরল ভোপালের ভয়াবহ স্মৃতি! তামিলনাড়ুর কারখানায় অ্যামোনিয়া গ্যাস লিক, মৃত অন্তত ৭

খাঁ খাঁ করছে স্টেশনগুলো, হকার উচ্ছেদের পর ভ্রাম্যমাণ স্টল বসানোর চিন্তাভাবনা রেলের

এই গাছেই আশ্রয় নিয়েছিলেন বিপন্ন রবিন হুড! মৃত্যু শেরউডের ১২০০ বছর পুরনো সেই বৃক্ষের

যোগ দিবসে ভারতীয় নৌসেনার মুকুটে নয়া পালক

উদ্বোধন হল ৩ যুদ্ধজাহাজের

দীপঙ্কর দোলাই,নয়া জামানা ঃ আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে ভারতীয় নৌসেনার শক্তি আরও বাড়ল। রবিবার কলকাতার গার্ডেনরিচের শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বন্দরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাত ধরে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হল তিনটি সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে নির্মিত যুদ্ধজাহাজের। এদিন উদ্বোধন হওয়া তিনটি জাহাজ হল আইএনএস দুনাগিরি, আইএনএস সংশোধক এবং আইএনএস অগ্রয়। অনুষ্ঠানে রাজ্যের প্রশাসনিক শীর্ষকর্তা এবং নৌসেনা ও বায়ুসেনার উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা উপস্থিত ছিলেন।নৌসেনার তরফে জানানো হয়েছে, নতুন এই তিন জাহাজ সমুদ্রযুদ্ধ, হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ এবং অ্যান্টি-সাবমেরিন অভিযানের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে সক্ষম।জাহাজগুলির নকশা তৈরি করেছে ইন্ডিয়ান নেভি

ওয়ারশিপ ডিজাইন ব্যুরো এবং নির্মাণের দায়িত্ব পালন করেছে গার্ডেনরিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স (জিআরএসই)। এটি প্রজেক্ট ১৭এ-র অন্তর্গত একটি আধুনিক স্টেলথ ফ্রিগেট, এই শ্রেণির পঞ্চম জাহাজ এবং জিআরএসই-তে নির্মিত দ্বিতীয় ফ্রিগেট।আধুনিক অস্ত্র ও সেন্সর ব্যবস্থায় সজ্জিত এই যুদ্ধজাহাজ ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্র বহনে সক্ষম এবং স্থলভাগ ও আকাশে লক্ষ্যবস্তু ধ্বংস করার ক্ষমতা রয়েছে এর। এটি 'সন্ধ্যায়ক' শ্রেণির চতুর্থ ও শেষ জাহাজ, একটি অত্যাধুনিক হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভে ভেসেল।দেশের অন্যতম বৃহৎ এই জরিপ জাহাজ উপকূলীয় অঞ্চল থেকে গভীর সমুদ্র পর্যন্ত সমীক্ষা চালানো এবং প্রতিরক্ষা ও বেসামরিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। আর্নালা শ্রেণির চতুর্থ অ্যান্টি-সাবমেরিন যুদ্ধজাহাজ এটি, অগভীর সমুদ্র এলাকায় শত্রু সাবমেরিন শনাক্ত ও ধ্বংস করার ক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন। টর্পেডো, দেশীয় রকেট লঞ্চার এবং আধুনিক সোনার ব্যবস্থায় সজ্জিত এই জাহাজ সমুদ্রতলের যে কোনও হুমকি মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।আত্মনির্ভর ভারত প্রকল্পের আওতায় এই তিন জাহাজ নির্মাণে দেশীয় উপকরণের ব্যাপক ব্যবহার এবং বহু ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অংশগ্রহণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিষয়টিকেও তুলে ধরা হয়েছে।

বরাদ্দ ৬০ হাজার কোটি!

নয়া জামানা ঃ রাজ্যের নবনির্বাচিত বিজেপি সরকার আগামিকাল সোমবার তাদের প্রথম বাজেট পেশ করবে বিধানসভায়। আর এই বাজেটকে ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্রমশ বাড়ছে প্রত্যাশার পারদ। বিশেষ করে ডিএ নিয়ে বড় কিছু শুভেন্দু অধিকারীর সরকার ঘোষণা করতে পারে বলে ক্রমশ বাড়ছে জল্পনা। এছাড়াও একগুচ্ছ নতুন কিছু ঘোষণা হতে পারে বলেও মনে করা হচ্ছে। আর এই জল্পনার মধ্যেই বাংলার প্রতি কল্পতরু নরেন্দ্র মোদি সরকার। বরাদ্দ করা হল ৬০ হাজার কোটি টাকা। শুধু তাই নয়, কত টাকা বিজেপি সরকারকে দেওয়া হয়েছে সেই হিসাবও দিয়েছেন খোদ প্রধানমন্ত্রী।

প্রশ্নফাঁসে জিরো টলারেন্স

নয়া জামানা ঃ প্রশ্নপত্র ফাঁসের জন্য বাতিল হয় নিট-ইউজি। আজ রবিবার দুপুর ২টো থেকে ফের পরীক্ষা শুরু। ১১টা থেকে পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢুকতে শুরু করেছেন পরীক্ষার্থীরা। এ দিকে প্রশ্নপত্র ফাঁস কেলেঙ্কারিতে চাপ বাড়ছে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর। শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবি তুলছে ককরোচ জনতা পার্টি। এই আবহে শান্তিনিকেতনে দাঁড়িয়ে প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে কড়া বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেন, প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকার জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছে। ভবিষ্যতে এমন ঘটনা রুখতে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

মতুয়াদের সিএএ আবেদন

নয়া জামানা ঃ যে সব মতুয়ার নাম এসআইআরে বাদ গিয়েছে, তাঁরা নাগরিকত্বের জন্য অবিলম্বে সিএএ তে আবেদন করুন। শনিবার তেহট্ট থানার বেতাই নতুনপাড়া খেলার মাঠে এক সংবর্ধনা সভায় এমনটাই জানান রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া। তিনি বলেন, ১৯৪৭ সালে কংগ্রেস দেশ ভাগের মাধ্যমে আমাদের সমাজকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। আমাদের বিজেপি সরকার আসার পর মতুয়া সমাজ তাঁদের জায়গা ফিরে পাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ মতুয়া সমাজের জন্য ভাবছেন।

যোগ দিবসের মঞ্চ থেকে বাংলায় যোগের প্রত্যাবর্তনের বার্তা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর

নয়া জামানা ঃ আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের ঐতিহাসিক মঞ্চ থেকে বাংলায় যোগের প্রত্যাবর্তনের জোরালো বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার কলকাতার রেড রোডে আয়োজিত মেগা যোগ কার্নিভালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, রাজ্যপাল আর এন রবি-সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন । প্রধানমন্ত্রীকে পাশে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে দেন, রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের সঙ্গেই বাংলায় স্বাস্থ্য ও সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে।অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে পূর্বতন রাজ্য সরকারের দিকে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এতদিন রাজ্য সরকারি উদ্যোগে যোগ দিবস পালিত হত না, কারণ অজানা।তিনি জানান, যোগ পশ্চিমবঙ্গের পুরনো সংস্কৃতি, এবং রাজ্য থেকে হারিয়ে যাওয়া, ভুলিয়ে দেওয়া যোগ ফিরে এসেছে।গোটা রাজ্যে যোগচর্চা গণ-আন্দোলনের রূপ নিয়েছে জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী

বলেন, যোগ দিবসের অনুষ্ঠানের জন্য ২ লক্ষ ৫৭ হাজার রেজিস্ট্রেশন হয়েছে। দার্জিলিং থেকে দিঘা পর্যন্ত রাজ্যের কোটিরও বেশি মানুষ এই উৎসবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছেন বলে তিনি দাবি করেন।মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে উঠে আসে বাংলার সুপ্রাচীন যোগ-ইতিহাস ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের কথাও। স্বামী বিবেকানন্দকে স্মরণ করে তিনি যোগকে মুক্তি, আনন্দ ও প্রেমের উপায় হিসেবে বর্ণনা করেন, এবং ১৯২০ সালে পরমহংস যোগানন্দ ও ১৯২৩ সালে বিষ্ণুচরণ ঘোষের হাতে গড়ে ওঠা যোগ প্রতিষ্ঠানের ঐতিহাসিক অবদানের কথাও উল্লেখ করেন।সবশেষে, বাংলার মাটি থেকে হারিয়ে যেতে বসা ঐতিহ্য পুনরায় ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রশংসা করে শুভেন্দু অধিকারী বাংলায় ভুলিয়ে দেওয়া যোগকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য মোদিকে ধন্যবাদ জানান।অনুষ্ঠান শেষে প্রধানমন্ত্রী গার্ডেনরিচে যান, যেখানে তিনি তিনটি যুদ্ধজাহাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 21-06-2026 17:47 Page 2

জনরায়ের সম্মানেই পদত্যাগ

শিউলি গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধান-সহ ৮ তৃণমূল সদস্যের ইস্তফা

নয়া জামানা ,উত্তর ২৪ পরগনা ঃ রাজ্যে রাজনৈতিক পাল াবদলের পর জন প্রতিনিধি দের পদত্যাগের ধারা অব্যাহত। পুরসভা থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত; একাধিক জনপ্রতিনিধির ইস্তফার আবহে

এবার বড়সড় ধাক্কা খেল শিউলি গ্রাম পঞ্চায়েত। প্রধান অরুণকুমার ঘোষ-সহ তৃণমূল কংগ্রেসের আট সদস্য একযোগে পদত্যাগ করেছেন। বৃহস্পতিবার বিকেলে তাঁরা বারাকপুর ২ নম্বর ব্লকের বিডিও অফিসে গিয়ে পদত্যাগপত্র জমা দেন।শিউলি গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট ৩০টি আসনের মধ্যে বর্তমানে সদস্য রয়েছেন ২৯ জন। এর মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা ছিল ২৪। বিজেপির তিন এবং বামফ্রন্টের দু'জন সদস্য রয়েছেন। এদিন তৃণমূলের আট সদস্যের একযোগে পদত্যাগে পঞ্চায়েতের রাজনৈতিক সমীকরণে বড় পরিবর্তন এল।পদত্যাগের কারণ ব্যাখ্যা করে বিদায়ী প্রধান অরুণকুমার ঘোষ বলেন, বিধানসভা নির্বাচনে এই এলাকায় মানুষ আমাদের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন।

আমরা সেই জনরায়কে সম্মান জানাতেই স্বেচ্ছায় পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তিনি আরও ইঙ্গিত দেন, আগামী দিনে আরও কয়েকজন সদস্য পদত্যাগ করতে পারেন।অন্যদিকে, একই দিনে নৈহাটি পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক চট্টোপাধ্যায় ই-মেলের মাধ্যমে তাঁর পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছেন বলে সূত্রের খবর। এর আগেও ওই পুরসভার দুই কাউন্সিলর পদত্যাগ করেছিলেন। ফলে উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় তৃণমূলের জনপ্রতিনিধিদের পদত্যাগের তালিকা ক্রমশ দীর্ঘ হচ্ছে।উল্লেখ্য, রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর একের পর এক স্থানীয়

প্রশাসনিক বোর্ডে পরিবর্তনের ছবি সামনে এসেছে। কয়েকদিন আগেই শিউলি গ্রাম পঞ্চায়েত সংলগ্ন মোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এবং বারাকপুর পুরসভার বোর্ড ভেঙে যায়। পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন পুরনিগম, পুরসভা ও গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত প্রতিনিধি দের পদত্যাগের ঘটনাও সামনে এসেছে।এই পরিস্থিতিতে বর্ষাকালে নাগরিক পরিষেবা ও উন্নয়নমূলক কাজের ধারাবাহিকতা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

রাজনৈতিক মহলের মতে, স্থানীয় প্রশাসনে এই অস্থিরতা আগামী দিনে আরও বড় প্রভাব ফেলতে পারে।

মারধর-তোলাবাজির মামলায় গ্রেপ্তার রায়নার তৃণমূল সভাপতি বামদেব মণ্ডল

নয়া জামানা ,বর্ধমান ঃ রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের আবহে ফের আইনের জালে জড়ালেন বর্ধমানের রায়না-১ ব্লকের তৃণমূল সভাপতি বামদেব মণ্ডল। মারধর, তোলাবাজি-সহ একাধিক অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। রবিবার ধৃত নেতাকে আদালতে পেশ করা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।রাজনৈতিক মহলে বামদেব মণ্ডল পরিচিত মুখ। একসময় পূর্ব বর্ধমানে সিপিএমের প্রভাবশালী নেতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন তিনি। ২০১১ সালে রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ ওঠে এবং সে সময় তিনি গ্রেপ্তারও হন। দীর্ঘদিন কারাবাসের পর মুক্তি পেয়ে বাম রাজনীতি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন।তৃণমূলে যোগদানের পর দ্রুত দলের শীর্ষ নেতৃত্বের আস্থা

অর্জন করেন বামদেব। তাঁকে রায়না-১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়। দীর্ঘদিন তিনি ওই পদে বহাল ছিলেন। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিবর্তনের পরও নিজের সাংগঠনিক অবস্থান ধরে রাখতে সক্ষম হন তিনি।পুলিশ সূত্রে খবর, বামদেব মণ্ডলের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরেই মারধর, তোলাবাজি-সহ বিভিন্ন অভিযোগ ছিল। সম্প্রতি সেইসব অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্ত শুরু হয়। তদন্তের পর তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ তাঁকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়ে আদালতে পেশ করবে বলে জানা গিয়েছে।ঘটনাকে ঘিরে জেলা রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। যদিও এ বিষয়ে এখ নও পর্যন্ত জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর প্রশাসনের তরফে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় কঠোর পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে। তারই মধ্যে প্রভাবশালী এই রাজনৈতিক নেতার গ্রেপ্তারিকে ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে। এখন আদালতের পরবর্তী নির্দেশ এবং তদন্তের অগ্রগতির দিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।

জলদাপাড়ায় আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে যোগাসনে অংশ নিল কুনকি হাতিরাও

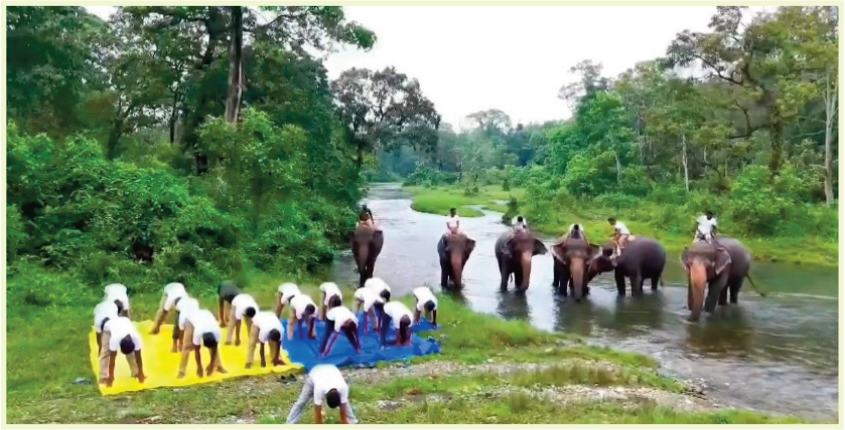

নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে এবার এক অভিনব ও ব্যতিক্রমী উদ্যোগের সাক্ষী থাকল জলপাইগুড়ির জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান। সাধারণত যোগাসনের অনুষ্ঠানে মানুষজনকেই অংশ নিতে দেখা যায়। কিন্তু শনিবার আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে বন দফতরের বিশেষ উদ্যোগে যোগাসনে অংশ নিল প্রশিক্ষিত কুনকি হাতিরাও। এই বিরল দৃশ্য দেখতে সকাল থেকেই উৎসাহ নিয়ে ভিড় জমিয়েছিলেন পর্যটক, বনকর্মী ও স্থানীয় বাসিন্দারা।জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের নির্দিষ্ট এলাকায় এদিন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে একটি বিশেষ যোগাভ্যাস কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। সেখানে বন দফতরের আধিকারিক, কর্মী, মাহুত ও পর্যটকদের পাশাপাশি অংশ নেয় একাধিক কুনকি হাতি। মাহুতদের নির্দেশনা মেনে হাতিগুলিকে বিভিন্ন ভঙ্গিতে শরীর নাড়াতে, সামনের পা উঁচু করতে, শুঁড় প্রসারিত করতে এবং নির্দিষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়াতে দেখা যায়। হাতিগুলির এই অংশগ্রহণ উপস্থিত সকলের কাছেই ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং আনন্দদায়ক।বন দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের মূল লক্ষ্য হল শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার বার্তা সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। সেই ভাবনাকেই আরও বিস্তৃত ও আকর্ষণীয় করে তুলতে কুনকি হাতিদের নিয়ে এই বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। মানুষ ও বন্যপ্রাণীর মধ্যে সুসম্পর্ক এবং প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থানের বার্তাও এই উদ্যোগের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।জলদাপাড়ায় থাকা কুনকি হাতিগুলি দীর্ঘদিন ধরেই বন দফতরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যবহৃত হয়। বনাঞ্চলে টহল, গন্ডার ও অন্যান্য বন্যপ্রাণী পর্যবেক্ষণ, উদ্ধার অভিযান এবং পর্যটন ব্যবস্থাপনায় এই প্রশিক্ষিত হাতিগুলির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মাহুতদের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্কের কারণে তারা নানা নির্দেশ সহজেই বুঝতে পারে। এদিনও মাহুতদের নির্দেশ মেনে অত্যন্ত শান্তভাবে যোগাসন কর্মসূচিতে অংশ নিতে দেখা যায় তাদের।অনুষ্ঠানে উপস্থিত পর্যটকদের অনেকেই মোবাইল ফোনে সেই মুহূর্তের ছবি ও ভিডিও ধারণ করেন। অনেকেই জানান, জীবনে প্রথমবার তারা কোনও হাতিকে যোগাসনের মতো কর্মসূচিতে অংশ নিতে

দেখলেন। ফলে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের এই আয়োজন তাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

পর্যটকদের মধ্যে শিশুদের উৎসাহও ছিল চোখে পড়ার মতো। হাতিগুলির বিভিন্ন ভঙ্গি দেখে তারা যেমন আনন্দ পেয়েছে, তেমনি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সম্পর্কে নতুন করে আগ্রহও প্রকাশ করেছে।

উচ্ছেদে হারাল কৃষ্ণনগর স্টেশনের চেনা কোলাহল, রুজি হারিয়ে দিশাহারা হকাররা

নয়া জামানা,কৃষ্ণনগর ঃ ট্রেন থামছে, যাত্রীরা নামছেন, প্ল্যাটফর্মে ভিড়ও হচ্ছে যথারীতি। কিন্তু কোথাও যেন নেই সেই চেনা কোলাহল। ভেসে আসছে না গরম চা, ডালপুরি, গরম চপ-এর ডাক। ট্রেন থামার সঙ্গে সঙ্গে খাবারের দোকানে যাত্রীদের ভিড়ও আর দেখা যাচ্ছে না। রেলের সাম্প্রতিক উচ্ছেদ অভিযানের পর কৃষ্ণনগর রেল স্টেশনের বহু বছরের পরিচিত চেহারা যেন এক ধাক্কায় বদলে গিয়েছে।রেল কর্তৃপক্ষের উচ্ছেদ অভিযানে স্টেশন চত্বরে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসা করে আসা বহু হকার ও দোকানদার তাঁদের জীবিকা হারিয়েছেন। যাত্রী চলাচল সহজ হওয়া এবং স্টেশনের সৌন্দর্যায়নের সম্ভাবনা তৈরি হলেও বিপাকে পড়েছেন বহু পরিবার। একই সঙ্গে সমস্যায় পড়েছেন নিত্যযাত্রীরাও, যাঁদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে উঠেছিল এই ছোট ছোট দোকানগুলি।প্রতিদিন ভোর থেকে কৃষ্ণনগর স্টেশন থেকে হাজার হাজার মানুষের যাতায়াত শুরু হয়। তাঁদের অনেকেই স্টেশনের দোকান থেকে চা, ডালপুরি বা চপ কিনে দিনের শুরু করতেন। পরেশের চা, গৌর কেবিনের ডালপুরি কিংবা তারা মা স্টলের চপ ছিল বহু যাত্রীর কাছে শুধু দোকান নয়, এক আবেগের নাম।কলকাতাগামী নিত্যযাত্রী রবেন মণ্ডল বলেন, প্রতিদিন ভোরে ট্রেন ধরতে হয়। সেই সময় বাড়িতে খাবার তৈরি হয় না। স্টেশনে এসে ডালপুরি খাওয়াটা ছিল রোজকার অভ্যাস। এত বছর ধরে দোকানদারদের সঙ্গে আত্মীয়ের মতো সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। এখন দোকানটাই আর নেই।আরেক নিত্যযাত্রী সৌরভ টিকাদার বলেন, রাতে কাজ শেষে ফিরে কৃষ্ণনগরে নেমে পরেশের দোকানের চায়ে চুমুক দিয়েই বাড়ি ফিরতাম। দোকানগুলি ভেঙে যাওয়ায় খ ারাপ লাগছে। যদিও এতে যাত্রীদের চলাচলের সুবিধা হবে এবং স্টেশন আরও সুন্দর হবে।উচ্ছেদের ধাক্কায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন দোকানদাররাই। চোখে জল নিয়ে চায়ের দোকানদার অপরেশ রায় বলেন, প্রায় ৪০ বছর ধরে তিল তিল করে এই দোকান গড়ে তুলেছিলাম। একদিনে সব শেষ হয়ে গেল। এখন কীভাবে সংসার চলবে, কোথায় বসব, কিছুই বুঝতে পারছি না।একই আক্ষেপ দীর্ঘদিনের চপ বিক্রেতা ছোট্ট দাসের গলাতেও। তিনি বলেন, দু'দশকেরও বেশি সময় ধরে এখ ানে চপ বিক্রি করছি। এই দোকানের আয়েই সংসার চলত। অনেক যাত্রীর সঙ্গে আত্মীয়ের মতো সম্পর্ক হয়ে গিয়েছিল। এখ ন ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তায় রয়েছি।স্টেশনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা এই গল্প শুধু কয়েকজন দোকানদারের নয়, শত শত নিত্যযাত্রী ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরও। বছরের পর বছর ধরে গড়ে ওঠা সম্পর্ক, অভ্যাস এবং জীবিকার কেন্দ্র ছিল এই দোকানগুলি। উচ্ছেদের পর স্টেশন হয়তো আরও পরিচ্ছন্ন ও সুসংগঠিত হবে, কিন্তু হারিয়ে যাওয়া সেই চেনা মুখ আর মানবিক সম্পর্কের শূন্যতা সহজে পূরণ হবে না বলেই মনে করছেন স্থানীয়রা।

ট্রেলারে সজোরে ধাক্কা বাসের, যখম একাধিক, মৃত ৪

বাবলু রহমান,নয়া জামানা , জলপাইগুড়ি বৃষ্টিভেজা রাস্তায় এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে শোকের ছায়া নেমে এসেছে জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ির উল্লাডাবাড়ি কাঁঠালতলা এলাকায়। জাতীয় সড়কের উপর উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার একটি যাত্রীবোঝাই বাস দাঁড়িয়ে থাকা একটি লরিকে সজোরে ধাক্কা মারলে এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার পর মুহূর্তের মধ্যেই চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে চিৎকার, কান্না আর আতঙ্কের পরিবেশ। এখন পর্যন্ত ৪ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। আহত হয়েছেন ৪০ জনেরও বেশি যাত্রী। আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, শনিবার সকালে বা দুপুরের দিকে বৃষ্টির মধ্যেই বাসটি শিলিগুড়ির দিকে যাচ্ছিল। বাসে প্রচুর যাত্রী ছিলেন। অনেকেই দাঁড়িয়ে যাত্রা করছিলেন। সেই সময় জাতীয় সড়কের উপর দাঁড়িয়ে থাকা একটি লরির পিছনে আচমকাই সজোরে ধাক্কা মারে বাসটি। ধাক্কার তীব্রতা এতটাই ছিল যে বাসের সামনের অংশ পুরোপুরি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। বাসের কাচ ভেঙে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।